উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার গুরুত্ব

(২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রণীত কিনোট পেপার)

২৭ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২

গুণগত পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের সোপান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার গুরুত্ব

১. জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার অভ্যুদয় ও বিবিএস সৃজন

জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (NSS) বলতে একটি দেশের সকল পরিসংখ্যানিক সংস্থা এবং এর ইউনিটসমূহের যুগপৎভাবে সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও উক্ত পরিসংখ্যান সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করাকে বুঝায়। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের বাতিঘর হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রাসঙ্গিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সময়োপযোগী, নির্ভুল পরিসংখ্যানিক তথ্য সরবরাহ, যা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত দিকসহ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে। এ বিষয়টি স্বীকৃত যে, একটি বলিষ্ঠ আইনী কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'সরকারি পরিসংখ্যানের মূলনীতি (FPOS)' বাস্তবায়নকল্পে বিবিএস জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে বিবিএস টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও রিপোর্টিং-এর বিষয়ে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরিকল্পিত উপায়ে বিনির্মাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত, যথাযথ ও গুণগত পরিসংখ্যান প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট ৪টি সরকারি দপ্তরকে একীভূত করে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো হলো- পরিকল্পনা কমিশনের অধীন পরিসংখ্যান ব্যুরো; কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি শুমারি কমিশন; এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আদমশুমারি কমিশন। বিবিএস তার প্রতিষ্ঠালগ্নে রাজস্ব খাতে মোট ৩,৫৫৬টি পদ নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল, যা বর্তমানে ৪,৩৪৯টি পদে উন্নীত হয়েছে।

২. জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার আইনী ভিত্তি

জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে একটি আইনী কাঠামোর আওতায় এনে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রম গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ পাশ হয়। এ আইনের মাধ্যমে বিবিএসকে সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) হিসেবে সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ আইনের ধারা-১০ অনুযায়ী সরকারি সকল কার্যক্রমে সরকারি পরিসংখ্যানের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধারা-১১ অনুযায়ী বিবিএস ব্যতীত অন্যান্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক শুমারি ও জরিপ পরিচালনার পূর্বে যথাযথ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিবিএস থেকে পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ধারা-১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ বিধিমালা, ২০১৪' এবং 'সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ নীতিমালা, ২০১৬' জারি করা হয়েছে। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও কিছু আইন/আদেশ অনুযায়ী বিবিএস কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে- শিল্প পরিসংখ্যান আইন, ১৯৪২; কৃষি শুমারি আইন, ১৯৫৮; এবং শুমারি আদেশ, ১৯৭২।

৩. জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS)

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩-এর ৬(ছ) ধারা বাস্তাবয়নকল্পে দেশের সামগ্রিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে ২৮ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবর্তনশীল জাতীয় কৌশলপত্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১৩-২০২৩ সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে দেশের প্রমাণভিত্তিক, গুণগত, নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের জন্য এ কৌশলপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আইন অনুযায়ী ২০২৩ পরবর্তী সময়ের জন্য এসডিজি ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে কৌশলপত্রটি হালনাগাদের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

৪. জাতীয় পরিসংখ্যান উপদেষ্টা পরিষদ (NACS)

সরকারি পরিসংখ্যান বিষয়ক জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পরিসংখ্যান উপদেষ্টা পরিষদ (NACS) গঠন করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত এ পরিষদে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও এফবিসিসিআই-এর সভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতিনির্ধারক, প্রথিতযশা গবেষক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদগণ রয়েছেন।

৫. সরকারি পরিসংখ্যানের বিভিন্ন দিক

৫.১ স্বাস্থ্য ও জনমিতিক পরিসংখ্যান: কোনো একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিবীক্ষণে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রয়োজনীয়তার এ নিরিখ থেকে বিবিএস প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

জনমিতিক পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস হচ্ছে জনশুমারি যা পূর্বে আদমশুমারি হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০ বছরের ধারাবাহিকতায় নিয়মিতভাবে জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পর্যায়ক্রমিক দুটি জনশুমারির মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যার হালনাগাদ হিসাব প্রাক্কলন, বার্ষিক ও ষান্মাসিক জনমিতিক গতিপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে বিবিএস নিয়মিতভাবে স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে পরিচালিত হচ্ছে। এ বৈশ্বিক জরিপ হতে বর্তমানে ২৯টি এসডিজি সূচকসহ প্রায় দেড় শতাধিক সূচকের উপাত্ত প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। মূলত মা ও শিশু সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও জনমিতিক উপাত্তের অন্যতম একটি নির্ভরযোগ্য জরিপ হিসেবে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি জরিপ হলো স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি সম্পর্কিত (HMSS) জরিপ। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করা এ জরিপটি পূর্বে 'স্বাস্থ্য ও জনমিতিক জরিপ' নামে পরিচালিত হতো।

স্বাস্থ্যখাতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো পুষ্টি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। পুষ্টি বিষয়ে প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়নের অর্থায়নে বিবিএস ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)-এর সহযোগিতায় হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল (HKI) কর্তৃক National Information Platform for Nutrition in Bangladesh (NIPN) উন্নয়ন করা হয়েছে।

৫.২ শিল্প ও কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান: দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, উনবেকারত্ব এবং কর্মে নিয়োজিত মানুষের নানাবিধ সরকারি পরিসংখ্যান নিবিড়ভাবে প্রস্তুত ও প্রকাশের লক্ষ্যে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ হতে বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনা করে আসছে। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ জরিপটি পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিচালনা করা হলেও ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ জরিপের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব, শিল্পখাত অনুযায়ী কর্মসংস্থান, পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থান, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারীর হার, কর্মঘণ্টার পরিমাণ, মাসিক আয়-উপার্জন, জনসংখ্যার বিপরীতে কর্মসংস্থানের অনুপাত, অভিবাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কর্মরত শিশু, শিশুশ্রম এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে অনিয়মিত বিরতিতে বিবিএস শিশুশ্রম জরিপ পরিচালনা করে থাকে।

শিল্পখাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক জরিপ হলো উৎপাদন শিল্প জরিপ। এ জরিপের তথ্যের মাধ্যমে উৎপাদনশিল্প কাঠামোর বস্তুনিষ্ঠ এবং বাস্তবসম্মত প্রবৃদ্ধি, গঠন এবং কাঠামোগত পরিবর্তন পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা হয়। সর্বশেষ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬-এর আলোকে উৎপাদন শিল্প জরিপ পরিচালনা করা হয়।

শিল্প ও কর্মসংস্থান খাতে সরকারি পরিসংখ্যানের প্রধান আকর হলো অর্থনৈতিক শুমারি। কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রতি ১০ বছর অন্তর দেশে অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠেয় অর্থনৈতিক শুমারির আওতায় প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ 'স্ট্যাটিসটিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার' (SBR) প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এসবিআর নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ হালনাগাদের মাধ্যমে গতানুগতিক অর্থনৈতিক শুমারিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসবে। ভবিষ্যতে শুধু রেজিস্টার ভিত্তিক শুমারি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হালচিত্র পাওয়া যাবে।

৫.৩ শিল্প ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাস: শিল্প ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে যথাযথ আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংজ্ঞা, ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ করা না হলে তা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলনাযোগ্যতার অভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বিবিএস এ কারণে যথাযথ আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে- International Standard Classification of Occupations (ISCO 2008) এর ভিত্তিতে প্রণীত Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO); International Standard Industrial Classifications (ISIC)-এর আওতায় প্রণীত Bangladesh Standard Industrial Classifications (BSIC); United Nations Central Product Classifications (CPC) অনুসরণে প্রণীত Bangladesh Central Product Classifications (BCPC) ইত্যাদি।

৫.৪ জাতীয় হিসাব সংকলন: স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করেছে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে দেশের সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং প্রকৃত জিডিপির (মোট জাতীয় আয়) অতি নিম্নপ্রবৃদ্ধি নিয়ে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে। জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধির অতি

নিম্নভিত্তি নিয়ে যাত্রা সত্ত্বেও গত পাঁচ দশকে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০০৫-০৬ থেকে জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদ) ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ এ পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯৭৩-৭৪ এর পর অর্জিত সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি, যদিও করোনা মহামারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রবৃদ্ধির হার কম ছিল। বিবিএস মোট দেশজ উৎপাদ (GDP), ভোগ (Consumption), বিনিয়োগ (Investment), সঞ্চয় (Savings) সহ জাতীয় আয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশক (Macroeconomic indicator) প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। ১৯৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর ৫ম বারের মতো ২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দকে ভিত্তিবছর ধরে জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫.৫ মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যান: বিবিএস কর্তৃক ১৯৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যানের আওতায় প্রতিমাসে মাঠ পর্যায় হতে পল্লি এলাকার জন্য Rural Index Basket এবং শহর এলাকার জন্য Urban Index Basket এ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও সেবার (Goods & services) মূল্য সংগ্রহপূর্বক সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে ভোক্তা মূল্য সূচকসমূহ (জাতীয়, পল্লি ও শহর) এবং মূল্যস্ফীতির হার প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ অনুসারে ভোক্তা মূল্য সূচক নিরূপণ ও প্রকাশ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্য সূচকের ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ তে পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মূল্যস্ফীতি একটি দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক নির্দেশক।

৫.৬ শিল্প উৎপাদন ও মূল্য পরিসংখ্যান: বিবিএস কর্তৃক উৎপাদকের মূল্য সূচক (PPI) এবং শিল্প উৎপাদন সূচক (QIIP) মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় অথনীতিতে Broad & Detailed Structure এর ৩টি ভাগ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) এর মধ্যে শিল্পের অবদানই সিংহভাগ। শিল্পের চারটি খাতের (Mining & Quarrying, Manufacturing, Electricity, Gas & Water Supply, Construction) মধ্যে তিনটি খাতের Production ও Price সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে QIIP ও PPI প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ অনুসারে উৎপাদকের মূল্য সূচক (QIIP) এবং শিল্প উৎপাদন সূচক (PPI) নিরূপণ ও প্রকাশ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পিপিআই এবং কিউআইআইপি এর ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ তে পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.৭ দারিদ্র্য পরিসংখ্যান: স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর হতে খানা ব্যয় জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ শুরু করা হয়। পূর্বে আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য হার প্রাক্কলন করা হলেও ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে খানার আয়-ব্যয় জরিপের মাধ্যমে CBN (Cost of Basic Needs) পদ্ধতিতে দারিদ্র্য হার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে বছরব্যাপী খানা পর্যায়ে ভোগ ও ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দারিদ্র্য হার প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত মোট ১৬ রাউন্ডের এ জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭তম রাউন্ডের বছরব্যাপী এ জরিপের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে চলমান রয়েছে। এ জরিপের ভিত্তিতে জনশুমারি ও গৃহগণনার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে স্মল এরিয়া এস্টিমেশন পদ্ধতিতে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে দারিদ্র্য হার প্রাক্কলনপূর্বক দারিদ্র্য মানচিত্র প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

৫.৮ পরিবেশ পরিসংখ্যান: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন (SFDRR), প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট প্রভৃতির আলোকে বিবিএস পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রস্তুতকৃত এসব পরিসংখ্যান ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ অংশীজন/ এনজিও/ উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত/ পরিবেশগত দূষণ মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বিবিএস এর ইসিডিএস প্রকল্পের আওতায় এসডিজি'র ডাটা সোর্স হিসেবে সরাসরি ০৯টি সূচকের এবং আংশিক/ পরোক্ষভাবে ২৩টি সূচকের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা সম্ভব হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ অর্জন এবং এসডিজিসংশ্লিষ্ট SFDRR এর ০৪টি টার্গেটের ডাটা সোর্স হিসেবে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্ত (সেকেন্ডারি সোর্সসহ) জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির (NDCC) পরিবেশগত ৪৩টি সূচকের চাহিদাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারণ, গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তাকরণে ভূমিকা রাখবে।

৫.৯ জেন্ডার পরিসংখ্যান: আন্তর্জাতিকভাবে তুলনাযোগ্য জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও সংকলনের লক্ষ্যে UN Statistics Division (UNSD) কর্তৃক ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫২ টি জেন্ডার সংবেদনশীল সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। এসডিজি'র ২৩১টি সূচকের মধ্যে ৫১ টি জেন্ডার সংবেদনশীল সূচক রয়েছে। এসডিজি অর্জনে অন্য সকল সূচকের সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল সূচকসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা অপরিহার্য। কারণ জেন্ডার সংবেদনশীল তথ্য উপাত্ত ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য 'Leaving no one behind' অর্জন করা সম্ভব হবে না। জেন্ডার সংবেদনশীল তথ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের তথ্য সরবরাহসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশে বিবিএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিবিএস কর্তৃক সর্বশেষ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'জেন্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে 'জেন্ডার বেইজড এডুকেশন' এবং ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে 'জেন্ডার বেইজড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ওয়েজ' শীর্ষক দুইটি পলিসি ব্রিফ প্রকাশ করা হয়েছে। 'Methodological Report on Generating New Gender Statistics Indicators in Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী-পুরুষের বিনা বেতনে গৃহস্থালি ও যত্নমূলক কাজসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত সময়ের বিভাজন নিরূপণ করার লক্ষ্যে বিবিএস কর্তৃক ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে 'টাইম ইউজ সার্ভে ২০২১' পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও ব্যবহার বান্ধব জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের প্রকাশিত Women and Men: Facts and Figures বুকলেটের আলোকে Women and Men in Bangladesh: Facts and Figures 2022 বুকলেট প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সকল শুমারি ও জরিপে Sex Disaggregated Data সংগ্রহ করা হয় এবং রিপোর্টসমূহে জেন্ডার অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়।

৫.১০ কৃষি পরিসংখ্যান: কৃষি বিষয়ক তথ্য যথা- দেশের ৬টি (ছয়টি) প্রধান ফসল (আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু ও পাট) ও ১৪০টি অপ্রধান ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের হিসাব প্রাক্কলন, সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া বিবিএস ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান, অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবসহ মাসিক কৃষি মজুরির হারও নিরূপণ করে। এ ছাড়াও জমি চাষের প্রকার, ফসল বৈচিত্রের পরিসংখ্যান প্রণয়ন, কৃষি

খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন সংক্রান্ত উপাত্ত প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ পোল্ট্রি সাব-সেক্টরে বড় পরিসরে পরিসংখ্যান প্রণয়নসহ কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন জরিপের জন্য স্যাম্পল ফ্রেম সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি পরিচালনা করে থাকে।

৬. বিবিএস গ্লোসারি

বিবিএস এর বিভিন্ন জরিপ ও শুমারিতে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও ধারণাকে এসডিজিসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড ধারণা ও সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতি রেখে 'বিবিএস গ্লোসারি' প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কিত ধারণাগত পার্থক্য দূরীভূত হবে এবং তুলনাযোগ্যতা নিশ্চিত হবে। ফলে তথ্য উপাত্তের মান অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

৭. জিও কোড (Geo Code) ও বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (BGISP)

কোন দেশের ভৌগোলিক/প্রশাসনিক এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য যে এক বা একাধিক Numeric digit নির্ধারণ করা হয় তাকে জিও কোড নামে পরিচিত। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শুমারি ও জরিপের কাজে জিও কোড ব্যবহৃত হয়। বিবিএস এদেশে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জিও কোড প্রস্তুত করে এবং ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে প্রথম এ কোড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখার কাজে জিও কোড পদ্ধতি সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুসারে জিও কোড প্রণয়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবিএস দায়িত্বপ্রাপ্ত।

শুমারি ও জরিপ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি কাজে বিবিএস প্রণীত জিওকোড ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, ডিজিটাল নথি নম্বর ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩-এর ৬(থ) ধারা বলে জিআইএস কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের প্রস্তুতকৃত তথ্য-উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করে বিতরণের জন্য ২০১৬ সালে বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (BGISP) গঠন করা হয়। এ প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে Geographic Information System (GIS) উপাত্ত ব্যবস্থাপনায় গ্রহণযোগ্যতা, গোপনীয়তা ও আইনের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করে তথ্য পরিবেশন, তথ্যের যথাযথ নিরাপত্তা এবং অভিন্ন মান (Standard) নিশ্চিত করা হবে। বিবিএস বিজিআইএসপি'র সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য GIS প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Geospatial Database-এর সঙ্গে Statistics সন্নিহিত করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত করছে। বিশেষ করে শুমারি বা জরিপ পরিচালনা, ভূমির ব্যবহার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিবহন, বন, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ বিভিন্ন সেবা খাতে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. এসডিজি পরিবীক্ষণ

মানবজাতির জন্য টেকসই উন্নয়নের একটি সুসংহত ও সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশ একটি অভীষ্ট প্যাকেজ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করে। এ প্যাকেজে মোট ১৭টি অভীষ্ট (Goal) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (Target) রয়েছে। জাতিসংঘের সকল

সদস্য দেশের সরকার নিজ দেশের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণে দায়িত্ব পালন করবে। এ লক্ষ্যে তারা একমত হন যে, সকল দেশ অগ্রগতি পরিবীক্ষণে প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রদান করবে যেখানে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) মুখ্য ভূমিকায় থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এসডিজি'র বৈশ্বিক মূল্যায়ন বা পর্যালোচনার মূল ভিত্তি হবে। জাতীয় পর্যায়ের সরকারি উপাত্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার মুখ্য ভূমিকার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য সরকারি পরিসংখ্যান হলো নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রাণশক্তি। এসডিজি পরিবীক্ষণের জন্য মানসম্পন্ন, অভিগম্য, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য এবং আয়, লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, নৃগোষ্ঠী, অভিবাসন মর্যাদা, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভাজিত উপাত্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী যারা প্রায় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা জাতীয় প্রবণতা ও গড়ের আড়ালে থেকে যায়, তাদেরকে দৃশ্যমান করতে বিভাজিত উপাত্তের কোনো বিকল্প নেই।

৮.১ এসডিজি পরিবীক্ষণে সরকারি উপাত্ত প্রস্তুতে বহুমুখী উদ্যোগ: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সূচকসমূহের সরকারি উপাত্ত বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়ে থাকে। সূচক সংখ্যা বিবেচনায় এসডিজি'র জন্য সর্বাধিক ১২৪টি সূচকের উপাত্ত প্রশাসনিক উৎস থেকে সংকলন করা হবে। পরিসংখ্যানিক জরিপ ও শুমারি হতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সূচকের উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব জরিপ বা শুমারির প্রায় সবকটিই পরিচালনা করে থাকে বিবিএস। মাত্র ৯টি সূচকের উপাত্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়; যার মধ্যে রয়েছে মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) ইত্যাদি বিগডাটার বিভিন্ন উদ্যোগ। এছাড়াও প্রায় ২৮টি সূচকের উপাত্ত প্রশাসনিক, জরিপ/শুমারি কিংবা উদ্ভাবনী উপাত্ত অর্থাৎ বিগডাটার সমন্বিত প্রয়াস থেকে পাওয়া যাবে।

৮.২ উপাত্ত প্রস্তুতের পুনরাবৃত্তি: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সূচকের উপাত্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যবধানে রিপোর্ট করা হয়ে থাকে। বিবিএস কর্তৃক জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় সরকারি উৎস হতে উপাত্ত রিপোর্টিং-এ বাংলাদেশে এ সময়-ব্যবধানকে মূলত কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে। যথা- বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক। বৈশ্বিক অনন্য সূচকসমূহের মধ্যে মোট ১৭১টি সূচকের উপাত্ত বার্ষিক ভিত্তিতে, ২৭টি সূচকের উপাত্ত দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে, ৪০টি সূচকের উপাত্ত ত্রিবার্ষিক ভিত্তিতে এবং ৮টি সূচকের উপাত্ত পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে প্রস্তুতের কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশে এসডিজি উপাত্ত প্রস্তুতে ন্যূনতম বিভাজন মাত্রা: এসডিজি'র এ মূলমন্ত্র 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নিশ্চিত করতে হলে পিছিয়ে থাকা ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দৃশ্যমান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মূলমন্ত্র তখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যখন সংশ্লিষ্ট সূচকের উপাত্ত যথাযথ প্রয়োজনীয় বিভাজিত পর্যায়ে সংকলন, প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এসডিজি'র প্রত্যেকটি সূচক বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় ন্যূনতম বিভাজন মাত্রা ও তার শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে। সূচকসমূহের উপাত্ত বিভাজন মাত্রা ও শ্রেণিবিভাজন বিভিন্ন জনমিতিক, ভৌগোলিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাপক যেমন-লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক এলাকা,

আবাসিক মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে হতে পারে। আবার কিছু সূচকের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান যেমন- অনুদান, অর্থায়ন, অভিবাসন, প্রতিবন্ধিতার অবস্থা ইত্যাদি স্থান করে নিয়েছে।

৮.৪ সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতের সক্ষমতা ও স্থানীয় সূচকশ্রেণি: এসডিজি'র উপাত্ত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে উপাত্ত প্রস্তুতকারী সংস্থার সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। বিদ্যমান অবকাঠামো ও সক্ষমতার বিচারে আমাদের জাতীয় সক্ষমতার একটি সমীক্ষা হওয়া জরুরি। তদুপরি, বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত প্রস্তুতের অগ্রগতির ভিত্তিতে এসডিজি সূচকসমূহকে মূলত ৩টি প্রধান সূচকশ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়েছে। বিদ্যমান জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় নিয়মিত উপাত্ত প্রস্তুত করা যায় এমন ১৩১টি সূচককে সূচকশ্রেণি-১ হিসেবে; বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন এবং বিদ্যমান উপাত্ত উৎসের মাধ্যমে উপাত্ত প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এমন ৬৩টি সূচককে সূচকশ্রেণি-২ হিসেবে; এবং ৫২টি এসডিজি সূচককে সূচকশ্রেণি-৩ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮.৫ এসডিজি ও জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC): সরকারি উপাত্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে 'জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC)' নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের অংশগ্রহণমূলক কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপাত্ত প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ এ কমিটির সদস্য। তাছাড়া, ব্যক্তিখাত ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণও রয়েছেন এ কমিটিতে। একমিটির প্রধান দায়িত্ব হলো, উপাত্ত প্রস্তুত কার্যক্রম গতিশীল করা, উপাত্ত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দ্বৈততা হ্রাসকরণ ও জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, উপাত্তের অভাব চিহ্নিতকরণ, মানসম্মত উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং এসডিজিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এজেন্ডা ও সূচকসমূহের উপাত্ত বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এসডিজি'র উপাত্ত সমন্বয়ে বর্তমানে এ কমিটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে উপাত্তের দ্বৈততা পরিহার ও অব্যবহৃত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা এবং এসডিজি পরিবীক্ষণে সকলের অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা পালনে এ কমিটি জাতীয় পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

৮.৬ উন্নয়নের দর্পণ 'এসডিজি ট্র্যাকার': পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বিবিএস-এর এসডিজি সেল, আইসিটি বিভাগাধীন এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের তথ্য-প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় এসডিজি রিপোর্টিং সংক্রান্ত জাতীয় অনলাইন বাতায়ন 'এসডিজি ট্র্যাকার' ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সকল উৎস সংস্থা তাদের স্ব-স্ব উপাত্ত প্রদানের জন্য এসডিজি ট্র্যাকার-এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে। প্রত্যেক উৎস সংস্থা হতে একজন কর্মকর্তা 'উপাত্ত প্রদানকারী' ও একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা 'উপাত্ত অনুমোদনকারী' হিসেবে মনোনীত রয়েছেন; যাদের এসডিজি ট্র্যাকারে উপাত্ত প্রদান বা অনুমোদন করার জন্য পৃথক ব্যবহারকারীর পরিচিতি রয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকারে প্রকাশিত সকল উপাত্ত 'সরকারি পরিসংখ্যান' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কেননা এ সকল উপাত্ত পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বিবিএস সত্যকরণ ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে থাকে। এ পর্যন্ত ২৩১টি সূচকের মধ্যে ১৭৬টি সূচকে ভিত্তি উপাত্ত নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮.৭ এসডিজি উপাত্ত সত্যকরণ: পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ মোতাবেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রস্তুতকৃত সকল সরকারি পরিসংখ্যানের সত্যকরণের দায়িত্ব জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বিবিএস এর উপর ন্যাস্ত। এসডিজি ট্র্যাকার-এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত উপাত্তের সত্যকরণ করাও বিবিএস দায়িত্ব। এসডিজি ট্র্যাকারে দাখিলকৃত ও অনুমোদিত সকল উপাত্ত জনসমক্ষে প্রকাশের

পূর্বে বিবিএস-এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত 'এসডিজি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি' কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক সত্যকরণ করা হয়ে থাকে।

৯. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রণীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র যেমন বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অন্যতম। এসব পরিকল্পনা প্রস্তুতে নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোনো বিকল্প নেই। বিবিএস এসব পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিক পরিসংখ্যান সরবরাহ করে থাকে।

৯.১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যবহৃত পরিসংখ্যান: দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও এর প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, আমদানি-রপ্তানি, সেবা খাত, দারিদ্র্য, জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস, ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI), বিদ্যুৎ, পরিবহন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বেকারত্ব ও শ্রমশক্তি, কৃষি ও অর্থনীতি এবং জনমিতিক উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

৯.২ রূপকল্প ২০৪১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত রূপকল্প ২০৪১ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা। প্রণয়নে বিবিএস কর্তৃক সরবরাহকৃত উপাত্তসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. এলডিসি থেকে উত্তরণ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (UN-CDP) সদস্য দেশগুলোর উপাত্ত পর্যালোচনা করে এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে কোনো দেশের উত্তরণের বিষয়ে সুপারিশ করে থাকে। এ কমিটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য তিনটি বিষয় বিবেচনা করে, যথা (ক) মাথাপিছু আয় (GNI per capita) ১২২২ ডলার বা তার বেশি; (খ) মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index, HA) ৬৬ বা তার বেশি ও (গ) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক (Economic and Environmental Vulnerability Index, EV) ৩২ বা তার কম। উপর্যুক্ত তিনটি সূচকের ভিত্তিতে একটি দেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কিনা, সে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। একটি দেশ যেকোনো দুটি সূচকের Threshold অতিক্রম করতে পারলে, সেটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। এরপর আরও তিন বছর পর্যন্ত অর্জনগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। তবে, ইচ্ছে করলে কোনো দেশ শুধু মাথাপিছু আয়ের (২৪৪৪ ডলার বা তার বেশি) ভিত্তিতেও এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় Threshold আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে। এ জন্য তিন বছর পরপর এলডিসি দেশগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। পরপর দুবারের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে নির্দিষ্ট মান অর্জন করলে উত্তরণের সুপারিশ করে সিডিপি। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের সিডিপির এ মূল্যায়নে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট মান অর্জন করেছে।

সিডিপির চাহিদা অনুযায়ী বিবিএস কর্তৃক অর্থবছরের জিডিপিকে ক্যালেন্ডার বছরে পরিবর্তন করে রিভিউ বছরের জন্য সর্বশেষ তিন বছরের গড় মাথাপিছু আয় প্রাক্কলনের জন্য সরবরাহ করা হয়। বিবিএস জিডিপি, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি প্রাক্কলন করে থাকে।

মানবসম্পদ সূচক গঠিত হয় দুটি বিষয়ের ৬টি সূচককে নিয়ে। উক্ত ছয়টি সূচকের মধ্যে (ক) পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যু হার (Under-5 mortality rate), (খ) মাতৃমৃত্যু অনুপাত (Maternal mortality ratio), (গ) খর্বাকৃতির এর ব্যাপকতা (Prevalence of stunting) ও (ঘ) বয়স্ক সাক্ষরতার অনুপাত (Adult literacy ratio) বিবিএস কর্তৃক প্রাক্কলন ও প্রকাশ করা হয় এবং তা মানবসম্পদ সূচকে ব্যবহৃত হয়। মানবসম্পদ সূচকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের রিভিউ-এ বাংলাদেশের মান ছিল ৭৫.৩ যা এ সূচকের threshold ৭২ থেকে অনেক বেশি।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক প্রাক্কলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ৮টি বিষয় বিবেচনা করা হয়। উক্ত আটটি সূচকের মধ্যে বিবিএস 'জিডিপিতে কৃষি, বন ও মৎস্য খাতের অবদান (Share of agriculture, forestry and fishing in GDP)' শীর্ষক সূচক প্রাক্কলন ও প্রকাশ করে, যা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক প্রাক্কলনে ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের রিভিউ-এ বাংলাদেশের মান ২৭.২ যা এ সূচকের threshold ৩২ থেকে অনেক কম। উল্লেখ্য উক্ত সূচকের মান ৩২ এর কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত সূচকসমূহের মধ্যে বিবিএস ছয়টি সূচকের প্রাক্কলন ও প্রকাশ করে, যা এলডিসি উত্তরণের মান নির্ণয়ে সরাসরি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য সূচকসমূহের তথ্যও পরোক্ষভাবে বিবিএস প্রদান করে। বিবিএস হালনাগাদ সূচক প্রাক্কলন করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রেরণ করে। কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ এবং ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের review এ বাংলাদেশের নির্ধারিত মান বজায় থাকে।

১১. আন্তর্জাতিক সূচক

বিবিএস জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। এ সূচকসমূহে হালনাগাদ উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের যথাযথ অবস্থান নিশ্চিত করতে বিবিএস ভূমিকা পালন করছে। নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সূচকসমূহ প্রস্তুতের জন্য বিবিএস তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

- Human Development Index
- Global Hunger Index
- Human Capital Index
- ICT Development Index
- Global Findex
- Logistics Performance Index
- e-commerce Index
- e-Government Development Index
- Global Cyber Security Index
- Human Asset Index
- Gender Inequality Index
- Ease of Doing Business Index
- Open Data Index
- Network Readiness Index (NRI)
- Global Innovation Index
- SDG Index
- Global Connectivity Index
- Corruption Perceptions Index
- Global Peace Index
- Travel & Tourism Competitiveness Index
- Multidimensional Poverty Index

১২. পরিসংখ্যান সরবরাহে বিবিএস এর গুরুত্ব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারায় তথ্য-উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিবিএস স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র যেমন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রভৃতি প্রণয়নসহ ২০৩০ এজেন্ডা বা এসডিজি অর্জনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য বিবিএস নিয়মিতভাবে জনমিতি, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ পরিসংখ্যানসহ সকল পরিসংখ্যান অন্তঃসলীলা ফল্গুধারার মত নিয়ত বহমান রেখে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা উন্নয়নকে গতিশীল রাখছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি অমর উক্তি "যথাযথ উন্নয়নের জন্যে নির্ভুল পরিসংখ্যান চাই" বিবিএসকে তার কার্যক্রম পরিচালনায় সতত ক্রিয়াশীল ও জাগরুক রাখে।

১৩. উপসংহার

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি/কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবিএস এর তথ্য-উপাত্ত 'সরকারি পরিসংখ্যান' (Official Statistics) হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ডাটা রিভিউ-এর পর্যায়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID)-এর নেতৃত্বে বিবিএস মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সূচকসমূহে বিবিএস এর ডাটা সমাদৃত হচ্ছে এবং দেশের উন্নয়নের চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বিবিএস সরকারি উপাত্তের মূল ভান্ডারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একটি পেশাদারি জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে অগ্রগণ্য হচ্ছে। বিবিএস তার দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণের অক্লান্ত অবদানের মধ্য দিয়ে সুখী-সমৃদ্ধ ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে অধিকতর গতিশীলতার সাথে সঠিক ও নির্ভুল পরিসংখ্যান সরবরাহ করে যাচ্ছে। যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে প্রশংশিত হচ্ছে। তথাপি ক্রমবর্ধমান জাতীয় ও বৈশ্বিক চাহিদার নিরিখে পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবিএস এর গুণগত বিকাশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এখন সময়ের দাবি।

কন্ট্রিবিউটরস

মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া, পরিচালক, বিবিএস; মো. রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস; তোফায়েল আহমদ, উপপরিচালক, বিবিএস; মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিবিএস; মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস; মো. মিজানুর রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস; মহিউদ্দিন আহমেদ *এমপিএইচ*, উপপরিচালক, বিবিএস; মো. আরিফ হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস; আসমা আখতার, উপপরিচালক, বিবিএস; রেশমা জেসমিন, উপপরিচালক, বিবিএস; মো. আজগর আলী, উপপরিচালক, বিবিএস এবং মো. ইকবাল হোসেন, জুনিয়র অপারেটর, বিবিএস।

২৭ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২

গুণগত পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের সোপান

প্রকাশক: জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২ উদযাপন কমিটি, মুদ্রক: প্রকাশনা শাখা, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা